আজকের কাগজ

তারিখ 29 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

14

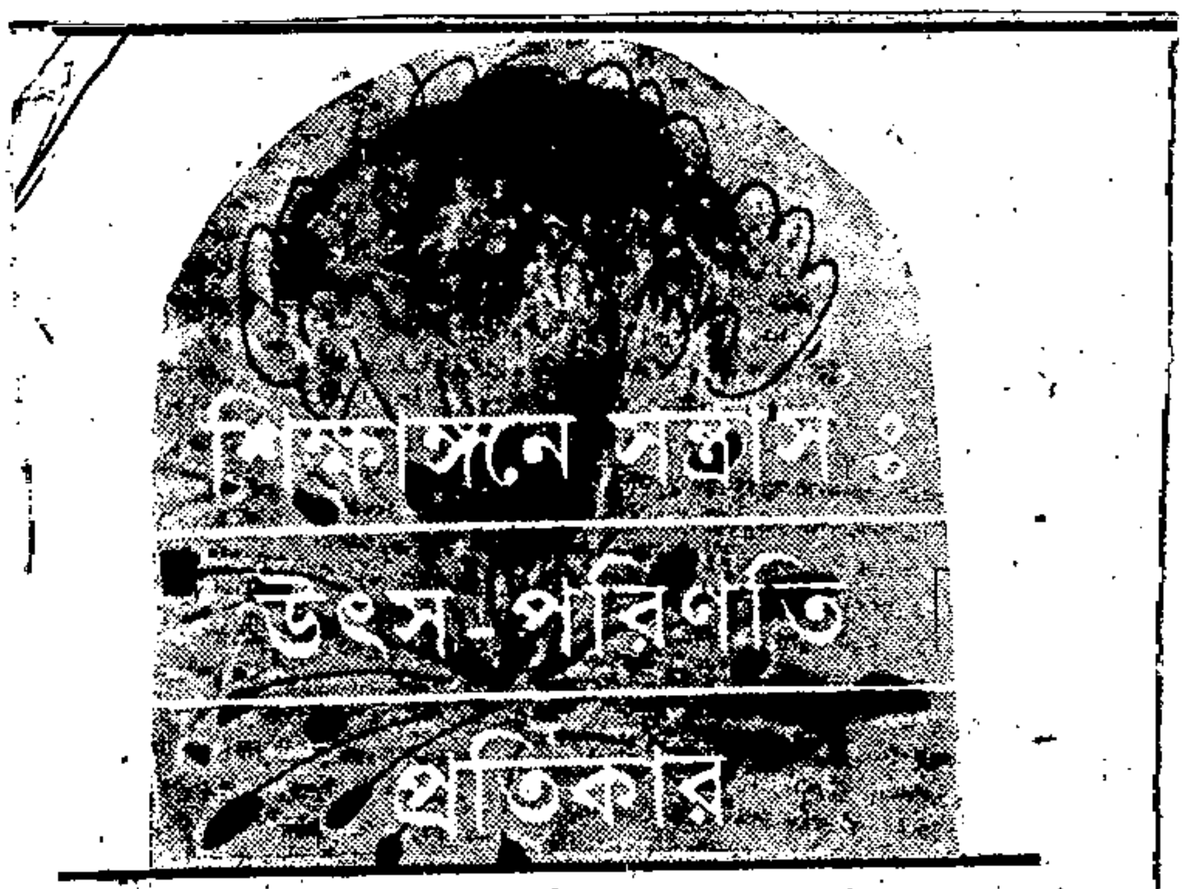

সৈয়দ কামরুল আহ্সান

পূর্ব প্রকাশের পর

ইত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিলো। আর সেই সন্ত্রাসের বলি ছিলেন জাতীয় ছাত্রলীগের অন্যতম সংগঠক রাউফুন বসুনিয়া।

আমার স্মৃতিতে আজো অম্লান এমন আর একটি আত্মঘাতী সন্ত্রাসী ঘটনা প্রায়ই নাড়া দেয়। এরশাদ সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে আহূত হরতালের পূর্বের দিন মধ্যাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলে ককটেল বিস্ফোরণে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বাবলু নিহত হয়েছিলেন। যিনি নিরুর অগ্রজ সহদর। তাজা তারুণ্যই বাবলুর'র জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পুনর্গঠন ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অসামান্য অবদান প্রত্যক্ষ করেছি। সেই ককটেল বিস্ফোরণে নির্মমভাবে তারই সংগঠনের অন্য তারুণ্য মাঈনুদ্দিনও নিহত হয়েছিলেন।

অপর একটি ঘটনায় ১৯৮৬ সালে এরশাদ আমলে সামরিক শাসনের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাওয়া নিয়ে দেশের প্রধান প্রধান দলসমূহের মধ্যে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্কি লক্ষ্য করি। রাজনীতিক দলগুলোর মতন তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোও একইভাবে নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে বিভক্ত ছিলো। ক্যাম্পাসে তখন এক উত্তেজনাকর অবস্থা। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র সমিতি ছিলো নির্বাচনে যোগ দেবার পক্ষের সংগঠন। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জাসদ ইনু সমর্থিত), ছাত্রমৈত্রী ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠন নির্বাচন বর্জনের পক্ষে ছিলো। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও বর্জন নিয়ে ক্যাম্পাসে ঘটতে দেখেছি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এই সন্ত্রাসী ঘটনায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আসলাম নিহত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে সামরিক শাসনের অধীনে অতীতেও একাধিক বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এমনকি দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলো উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের নজির থাকলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের পক্ষে শান্তিপূর্ণ মিছিলে থাকার অপরাধে সে সময় নিহত হতে হয়েছিল আসলামকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য আগত ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন সন্ত্রাস জন্ম নিলো যার বিস্তার এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেদনার সাথে প্রত্যক্ষ করেছি। সামরিকীর স্বৈর সন্ত্রাসের ফলে সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোতে অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ব্যাপকতা লাভ করলে একটি ছাত্র সংগঠনের কাছে অস্ত্র থাকার কারণে অন্য সংগঠনও একই প্রক্রিয়ার অস্ত্রের সন্ধানে গেল। অর্থাৎ একটি অস্ত্র আর একটি অস্ত্রকে আহ্বান করলো। এভাবেই অবৈধ অস্ত্রের সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে পত্তনমুখী ও নিরাপত্তাহীন বিনাশী বিস্তার লাভের উৎস সামরিক সরকার ও বিশেষ সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকতা লাভে সচেষ্ট হতে দেখেছি। আমার দৃষ্টিতে এ রকমই একটি সন্ত্রাসী তৎপরতা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠা প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জাসদ ইনু'র) সমর্থনপুষ্ট। এই দু'টি সংগঠনের মধ্যে বিরোধের কারণে সৃষ্ট সন্ত্রাসকে অপ্রত্যাশিতভাবে সংগঠিত হতে দেখেছি। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজকালে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ কলহে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মী হালিম ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ইনু'র কর্মী মুন্নাকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হতে দেখি। এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে ছাত্র রাজনীতির বিভিন্ন সময়ে বিবিধ সন্ত্রাস প্রবল ধারায় সংগঠিত হতে দেখেছি।

সন্ত্রাস অরাজকতা ছাড়াও সাধারণ ছাত্রদের প্রত্যাশা অনুসারে ডাকসু নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছি। এ রকম একটি নির্বাচনে সুলতান-মুস্তাক ও দুদু-রিপন প্যানেলকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখেছি।

পরবর্তী কিস্তি ৩ মে

সৈয়দ কামরুল আহ্সান ঃ প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।